দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JUN 1987
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

086

এদের জীবন থেকে তিনটি বছর হারিয়ে গেছে

27 JUN 1987

॥ খায়রুল আনোয়ার মুকুল ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নির্ধারিত শিক্ষাজীবন থেকে গড়ে দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে আছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়েছেন চার বছর।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। বর্তমানে এ সমস্যা তীব্র হয়ে রীতিমত সেশন-জট সৃষ্টি করেছে। তিন বছরের অনার্স কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্যে নির্ধারিত সময়সীমা হচ্ছে মোট চার বছর। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনে শিক্ষার্থীর সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ আট বছর অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাস করানোর উদ্যোগ এই সেশন-জট খুলতে পারছে না।

সেশন-জটের ফলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির পরিমাণ কতখানি? দৈনিক বাংলার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী ক্লাসের আটজন শিক্ষার্থী। ভুক্তভোগী হিসাবে তারা তাদের ক্ষতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা বলেন, সেশন পিছিয়ে যাওয়ায় তাদের লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন হচ্ছে, বয়স বেড়ে যাওয়ায় চাকুরিতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অপর দিকে অভিভাবকদের বহন করতে হচ্ছে বাড়তি ব্যয়ভার। আর এসব কিছু মিলিয়ে, নিজেদের জীবন সম্পর্কে এক ধরনের হতাশায় তারা ভুগছেন বলে ছাত্রছাত্রীরা জানান।

লায়লা, ইয়াসমিন, রুবিনা আশরাফী

শোয়েব, মিন্টু, হান্নান জালাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র এবং চারজন ছাত্রী দৈনিক বাংলার সঙ্গে সাক্ষাতকারে সেশন-জট এবং তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাদের মতামত জানিয়েছেন।

মনজুরুল হান্নান খান ১৯৭৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে ১৯৭৯-৮০ সেশনে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। চার বছরের মধ্যে তার অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রী পাওয়ার কথা থাকলেও '৮৭ সালে এসেও তিনি সে সুযোগ পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে আট বছর।

১৯৮১ সালে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করে প্রাণরসায়ন বিভাগে ভর্তি হন শোয়েব

৩-এর পৃঃ দ্রঃ